যুগান্তর

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা

প্রথম দিন অনুপস্থিত ১ লাখ ৪৪ হাজার

প্রকাশ : ১৮ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা রোববার থেকে সারা দেশে শুরু হয়েছে। দুই কারিকুলামে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় এবার মোট ২৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়ার কথা থাকলেও প্রথম দিন এক লাখ ৪৩ হাজার ৯৫৭ জন অনুপস্থিত ছিল। এর মধ্যে প্রাথমিকের ৯৭ হাজার ৬০২ জন আর ইবতেদায়ির ৪৬ হাজার ৩৫৫ জন। আর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ইবতেদায়ির ১১ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে এদিন প্রাথমিকের কোনো শিক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেনি। প্রথম দিন প্রাথমিক ও ইবতেদায়িতে ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রক কক্ষের হিসাব অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে অনুপস্থিত রয়েছে ৯৭ হাজার ৬০২ জন; যা মোট পরীক্ষার্থীর ৩ দশমিক ৮২ শতাংশ। আর মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে অনুপস্থিত ছিল ৪৬ হাজার ৩৫৫ জন; যা মোট পরীক্ষার্থীর ১৩ দশমিক ১৩ শতাংশ। তথ্যমতে, প্রাথমিকের অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ হাজার ৩৩৪ জন ছাত্র আর ৪৫ হাজার ২৬৮ জন ছাত্রী। অন্যদিকে ইবতেদায়িতে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৮ হাজার ২৭ জন ছাত্র আর ১৮ হাজার ৩২৮ জন ছাত্রী।

সকালে রাজধানীর বেইলি রোডে ভিকারুননিসা-নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন ও সচিব আকরাম-আল হোসেন। এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা তুলে দিতে ফাইল তৈরির কাজ চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নীতিগত অনুমোদন পেলে এ পরীক্ষা তুলে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করা হবে। তার আগে সারা দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অষ্টম শ্রেণির পাঠদান উপযোগী হিসেবে প্রস্তুত করা হচ্ছে।’

তিনি বলেন, ‘শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হচ্ছে। কিন্তু এটা করতে গেলে বিদ্যমান বিদ্যালয়গুলোতে অবকাঠামো, শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনাসহ বড় বড় কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেগুলো নিয়ে কাজ চলছে। আর পরীক্ষা থাকবে কী থাকবে না, সে সংক্রান্ত ফাইল চালাচালির জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করা হচ্ছে। পরিদর্শন অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আকরাম-আল হোসেন বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা কমাতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা তুলে দিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। এরপর শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে পাঠানো হবে। এর মধ্য দিয়ে বাচ্চাদের পরীক্ষার চাপ কমে যাবে। এ কার্যক্রম আগামী বছর থেকে চালুর চিন্তা রয়েছে। প্রায় ১০০টি বিদ্যালয়ে পাইলটিং প্রোগ্রাম চালানো হবে। এতে সফলতা এলে ২০২১ সাল থেকে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তা চালু করা হবে।’

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে পিইসির প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী ও সচিব। প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন বলেন, ‘ছোটদের এ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে। গুজবের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্কতা ও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। তবে সারা দেশে কোথাও প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।’

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব বলেন, ‘সারা দেশে কোথাও কোনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। গুজবের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে।’

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে আক্রান্ত জেলাগুলোর সব কেন্দ্রে এ পরীক্ষা আয়োজন করা হচ্ছে কিনা- জানতে চাইলে সচিব আকরাম-আল হোসেন বলেন, ‘বুলবুলে আক্রান্ত বিভিন্ন জেলায় নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হলেও সেসব স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্রের ক্ষতি হয়নি। এ কারণে ওই সব জেলায় নির্ধারিত সব বিদ্যালয়ে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।’ প্রতিমন্ত্রী ও সচিব পরে মতিঝিল আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।